যুগান্তর
প্রিন্ট: ১৫ জুলাই ২০২৫, ০১:৪৭ পিএম

শিক্ষাঙ্গন

জাবিতে কোটা আন্দোলনে ছাত্রলীগের হামলার এক বছর

জাবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ১৪ জুলাই ২০২৫, ১১:৩৭ পিএম

ছবি: যুগান্তর

কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের নারকীয় হামলার এক বছর পূর্ণ হয়েছে। সোমবার হামলার এক বছর পূর্ণ হলেও এখনো বিচার চূড়ান্ত হয়নি।

এক বছর আগের এই দিনে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।

মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে তৎকালীন শেখ মুজিবুর রহমান হলের (বর্তমান ১০নং) সামনে পৌঁছলে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে শিক্ষার্থীদের ওপর শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আকতারুজ্জামান সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান লিটনের নেতৃত্বে অতর্কিতে হামলা চালানো হয়। এতে অন্তত অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী, একজন শিক্ষক, একজন সাংবাদিক আহত হন।

প্রাথমিক হামলার পর শিক্ষার্থীরা শহীদ মিনারে জড়ো হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এরপর রাত ৯টার দিকে হামলার ঘটনার বিচার দাবিতে আন্দোলনকারীরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেয়। রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপাচার্য ও প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন, তবে তারা অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যায়।

সেদিন রাত যত গভীর হচ্ছিল পরিস্থিতিও খারাপ থেকে খারাপের দিকে যাচ্ছিল। রাত ১২টার দিকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা আশপাশের গেরুয়া, জামসিং, ইসলামনগর, আশুলিয়া ও সাভার এলাকা থেকে পিকআপ-ভ্যানে করে বহিরাগতদের নিয়ে আসে।

রাত ১২টা ৫০ মিনিটে দেড় শতাধিক হামলাকারী ভিসির বাসভবনের মূল ফটকের ওপারে অবস্থান নেয় এবং পেট্রলবোমা, কাঁচের বোতল ও ইটপাটকেল ছুঁড়ে হামলা চালায়। তাদের অধিকাংশের মাথায় হেলমেট এবং হাতে দেশীয় অস্ত্র ছিল।

সেই সময় ভিসির বাসভবনের ভেতরে শিক্ষকদের পাশাপাশি অসংখ্য শিক্ষার্থীও অবস্থান করছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, পুলিশের উপস্থিতিতে রাত ১টা ৫০ মিনিটে হামলাকারীরা ফটক ভেঙে ভেতরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর ও মারধর চালায়। তারা লাইট ভেঙে দেয়, শিক্ষার্থীদের পেটায়। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তখনই প্রশ্ন উঠে, কারণ তারা প্রথম দিকে কোনো বাধা দেয়নি। পরে শুধু কিছু হামলাকারীকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

ওই সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘটনার ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে অন্য হল থেকে প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী উপাচার্যের বাসভবনের সামনে জড়ো হয়। পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেওয়ায় ছাত্রলীগ পিছু হটে, তবে পুলিশ তখন আন্দোলনকারীদের ওপর টিয়ারশেল, ছররা গুলি ও লাঠিচার্জ করে। এতে শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়।

এক বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো এ হামলার চূড়ান্ত বিচার হয়নি। হামলার কোনো চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পায়নি, দোষীদের বিরুদ্ধে সাময়িক বহিষ্কার ছাড়া নেওয়া হয়নি আর কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এতে আন্দোলনকারী ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৯ ব্যাচের বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী আহসান লাবিব বলেন, তারা এখনো প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এই ব্যর্থতা আমাদের হতাশ করে। যদি জাবি প্রশাসন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের এবং হামলার পেছনে থাকা দায়ী শিক্ষকদের বিচারের আওতায় না আনে, তবে আমরা তাদের বিরুদ্ধেই আন্দোলনে নামব।

তদন্ত কার্যক্রম ও বিচারের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসান বলেন, জুলাইয়ের হামলার তদন্ত ও বিচারের কার্যক্রম প্রতিদিনই চলছে। আমরা আশা করছি, শিক্ষার্থীদের বিচার কার্যক্রম পূর্বঘোষিত সময়ের মধ্যেই শেষ হবে। শিক্ষকদের বিচার কার্যক্রমও এগিয়েছে। আমরা পরবর্তী মিটিংয়ের সময়ও ঘোষণা করেছি। আমাদের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।